চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে বিজিবির সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি

খুলনায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ও শ্রমিক উইংয়ের খুলনা বিভাগীয় আহ্বায়ক মোতালেব সিকদারকে লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তদের গুলিবর্ষণের ঘটনার পর চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন সীমান্তে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

অপরাধীরা যাতে সীমান্ত পেরিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে পালিয়ে যেতে না পারে, সে লক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি জেলার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় অতিরিক্ত টহল, নজরদারি বৃদ্ধি এবং কৌশলগত স্থানে বিশেষ চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি কার্যক্রম শুরু করেছে।

গতকাল সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সকাল আনুমানিক ১১টার দিকে খুলনা মহানগরীর সোনাডাঙ্গা আবাসিক এলাকায় এ গুলির ঘটনা ঘটে। এ সময় দুর্বৃত্তরা মোতালেব সিকদারকে লক্ষ্য করে গুলি চালালে তিনি গুরুতর আহত হন। তিনি এনসিপির কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক এবং দলটির খুলনা বিভাগীয় শ্রমিক উইংয়ের আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ঘটনার পরপরই চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির অধিনায়ক জেলার দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় নজরদারি ও পাহারা জোরদারের নির্দেশ দেন। সোমবার দুপুরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়, অপরাধীদের দেশত্যাগ ঠেকাতে সীমান্ত এলাকায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে বিশেষ চেকপোস্ট স্থাপন এবং নিয়মিত টহলের পাশাপাশি টহল কার্যক্রম দ্বিগুণ করা হয়েছে।

এছাড়া সীমান্ত দিয়ে চলাচলকারী সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তল্লাশি করে দুষ্কৃতকারীদের আটক করতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলেও জানানো হয়।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ নাজমুল হাসান বলেন,

“এই জঘন্য অপরাধের সঙ্গে জড়িতরা যাতে কোনোভাবেই সীমান্ত অতিক্রম করতে না পারে, সেজন্য দক্ষিণ-পশ্চিম রিজিয়ন যশোর বিজিবির নির্দেশনায় সব ধরনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।”

আলমডাঙ্গায় চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা মতিয়ার গ্রেফতার

বিএনপি’র পদযাত্রায় হামলা মামলার আসামি চুয়াডাঙ্গায় স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক নেতা মতিয়ার রহমান গ্রেপ্তার হয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র পদযাত্রায় হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মতিয়ার রহমানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের রাইসা গ্রামে অবস্থিত তার শ্বশুরবাড়ি থেকে তাকে আটক করে। পরে সংশ্লিষ্ট মামলায় মঙ্গলবার দুপুরে তাকে আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

গ্রেপ্তারকৃত মতিয়ার রহমান চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন।

পুলিশ সূত্র জানায়, ২০২৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি বিএনপি’র কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ইউনিয়ন বিএনপির পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। ওই দিন মহাসিন আলীর নেতৃত্বে বিএনপি’র ৩০–৪০ জন নেতাকর্মী পদযাত্রায় অংশ নিতে আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়নের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে তারা খাদেমপুর ইউনিয়নের পাঁচকমলাপুর গ্রামের হায়দার মোড় এলাকায় পৌঁছালে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে পরিকল্পিতভাবে তাদের ওপর হামলা চালায়।

হামলার সময় বিএনপি নেতাকর্মীদের মারধরের পাশাপাশি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এ ঘটনায় অন্তত পাঁচটি মোটরসাইকেল ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। পরে এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় একটি মামলা

দায়ের করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, মামলার তদন্ত চলমান রয়েছে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

আলমডাঙ্গায় দেশীয় অস্ত্র ও ককটেলসহ তিন বিএনপি নেতা গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্র, অবিস্ফোরিত ককটেল ও হরিণের চামড়াসহ সাবেক ডাউকি ইউনিয়ন বিএনপির সেক্রেটারি আব্দুল হান্নানসহ তিন বিএনপি নেতাকে গ্রেফতার করেছে যৌথবাহিনী।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের ছত্রপাড়া এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন আলমডাঙ্গা সেনা ক্যাম্প কমান্ডার মেজর রাফিদুল ইসলাম প্রামাণিক।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের ছত্রপাড়া এলাকার মৃত বদর উদ্দীনের ছেলে আব্দুল হান্নান (৪৫), রবিউল ইসলামের ছেলে শামিম হোসেন (৪৭) ও মনিরুল ইসলামের ছেলে লাল্টু রহমান (৪০)। তারা তিনজনই বিএনপি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে।

এ সময় তাদের কাছ থেকে ৭টি দেশীয় ধারালো অস্ত্র, ২টি অবিস্ফোরিত ককটেল বোমা, ৩টি ফালা, ১টি হরিণের চামড়া ও ১টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। শুক্রবার সকালে আটকৃত তিন আসামিসহ উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলো আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নাশকতার উদ্দেশ্যে কয়েকজন ব্যক্তি ছত্রপাড়া এলাকায় দেশীয় অস্ত্র ও ককটেলসহ অবস্থান করছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে আটক করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ৭টি দেশীয় ধারালো অস্ত্র, ২টি ককটেল বোমা, ৩টি ফালা ও ১টি হরিণের চামড়া উদ্ধার করে যৌথবাহিনী। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) মাসুদুর রহমান জানান, দেশীয় অস্ত্র, ককটেল ও হরিণের চামড়াসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাদের চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে পাঠানো হবে।

গাংনীতে যুবদল নেতা মনি আটক, অস্ত্র উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে মনিরুজ্জামান মনি (৩৮) কে একটি অবৈধ ওয়ান শুটারগান অস্ত্রসহ আটক করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গাংনী ক্যাম্পের সদস্যরা। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ২ টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৬টা পর্যন্ত একটানা অভিযানের মাধ্যমে তাকে আটক করা হয়।

আটক মনি গাংনী পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক এবং পশ্চিম মালসাদহ গ্রামের মৃত মহিউদ্দিনের ছেলে।

গাংনী সেনা ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মনিরুজ্জামান মনির বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের এক পর্যায়ে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বাড়ির ছাদে তল্লাশি চালিয়ে বালিভর্তি একটি বালতির ভিতরে পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় পরিত্যক্ত একটি ওয়ান শুটার গান উদ্ধার করা হয়। পরে ওই অস্ত্রসহ মনিকে আটক করা হয়।

উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও আটক মনির বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থার জন্য গাংনী থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, আটক মনির বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাকে আদালতে সোপর্দ করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গায় বিএনপি নেতার সংবাদ সম্মেলন

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচারের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির নেতা কামাল উদ্দিন।

তাকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা ও কুরুচিপূর্ণ প্রচারণার অভিযোগ তুলে আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দিন গতকাল রবিবার রাতে স্থানীয় সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।

লিখিত বক্তব্যে কামাল উদ্দিন বলেন, তিনি বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও একজন সফল ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। দীর্ঘদিন ধরে তিনি এলাকার অসহায় ও বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে থেকে সেবা দিয়ে আসছেন, যার ফলে এলাকায় তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে স্থানীয় জামায়াতপন্থি একটি চক্র তাঁর জনপ্রিয়তা ও সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে ষড়যন্ত্রে নেমেছে। ওই চক্র সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা, বানোয়াট ও কুরুচিপূর্ণ তথ্য প্রচার করছে।

কামাল উদ্দিন বলেন, এই অপপ্রচার সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমি ইতোমধ্যে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছি।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি সহকর্মী ও সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত না হয়ে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে থাকার আহ্বান জানান।

জীবননগরে বিএনপি নেতাদের জড়িয়ে ফেইসবুক ও সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা অপপ্রচার এবং গুজবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সাংবাদিক সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গা জীবননগরে বিএনপি নেতাদের জড়িয়ে ফেইসবুক ও সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা অপপ্রচার এবং গুজবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংবাদ সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০ টার সময় জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়ন বিএনপি’র আয়োজনে বন্দর মাঠে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সীমান্ত ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল গনির সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভা ও সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শাজাহান আলী, উপজেলা বিএনপি’র যুগ্ন সাধারন সম্পাদক ও উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মঈন উদ্দিন ময়েন, সীমান্ত ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক বদর উদ্দিন বাদল, সাংগঠনিক সম্পাদক আইয়ুব আলী,দুই নাম্বার ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারন সম্পাদক সাইফুল ইসলাম সহ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের বিএনপি নেতা কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, বিএনপি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এবং জনপ্রিয় দল। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপি ভালো অবস্থানে রয়েছে। বিএনপির এই ভালো অবস্থান ও দলের সুনাম নষ্ট করার জন্য দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা অপপ্রচার ও গুজব ছড়ানো হচ্ছে। এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে সীমান্ত ইউনিয়ন বিএনপি।

তারা আরো বলেন, সম্প্রতি গোয়ালপাড়ার ৫ জনকে অপহরণ নিয়ে ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা অপপ্রচার ও গুজব ছড়ানো হচ্ছে। তবে আপনারা লক্ষ্য করবেন, উদ্ধার হওয়ার পর সাধারণ

কৃষক স্বপন আলীসহ আরও দুজন জানিয়েছেন, তাদের অপহরনের সঙ্গে আব্দুল মজিদ, শাহিন, সাইফুল, রুহুল ও লালন, যারা অপহরন করেছে তারা সবাই যশোর এলাকার ভারতীয় স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের লোক। জীবননগরের আর কেউ অপহরনের সঙ্গে ছিল না। একই কথা জানিয়েছে তাদের পরিবারের সদস্যরা। তারপরও জীবননগর উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মঈন উদ্দীন ময়েনসহ বিএনপি নেতাদের নিয়ে ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা অপপ্রচার ও গুজব ছড়ানো হচ্ছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

আপনারা অপহরণ হওয়া ব্যক্তি ও পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বললে জানতে পারবেন, মঈন উদ্দীন ময়েন অপহরনের ঘটনার ২-৩ দিন পর অপহৃত একজনের আত্মীর মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পারেন। পরে তাদের অনুরোধে গোয়ালপাড়া গ্রামে যান। পরে আব্দুল মজিদসহ অপহরনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের ছাড়ানোর চেষ্টা করেন। তবে বিষয়টি সমাধান করতে না পারায় তিনি প্রশাসনের দারস্ত হওয়ার জন্য বলেন। এ ঘটনার সঙ্গে এর বাইরে তার কোনো সম্পৃক্তাতা নেই। তিনি উপকার করতে গিয়ে নানা মিথ্যা অপবাদের শিকার হচ্ছেন। আমরা এই মিথ্যা অপপ্রচার ও গুজবের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা সাংবাদিকের বিষয়টি আরও তদন্ত করার আহ্বান জানাচ্ছি।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতিসহ চার নেতাকে বহিষ্কারের খবর ভুয়া

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) একটি ভুয়া প্রেস বিজ্ঞপ্তি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

মঙ্গলবার (০৪ নভেম্বর) দুপুর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ওই তথাকথিত বিজ্ঞপ্তিতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনসহ চারজন নেতাকে বহিষ্কারের দাবি করা হয়।

তবে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ভুয়া বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বিএনপি নেতারা। তারা জানান, বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কেউ পরিকল্পিতভাবে এ ধরনের মিথ্যা বিজ্ঞপ্তি তৈরি করে ছড়িয়ে দিয়েছে। এতে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে।

এ ঘটনায় দায়ীদের শনাক্ত করতে স্থানীয় বিএনপি নেতারা কেন্দ্রীয় দপ্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ভুয়া বিজ্ঞপ্তিতে ব্যবহৃত স্বাক্ষর ও লেটারহেডও জালিয়াতির মাধ্যমে নকল করা হয়েছে।

ধানের শীষে ভোট চেয়ে গণসংযোগ করলেন শিক্ষক নেতা জাকির

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের ফতেহপুর গ্রামের পাড়া মহল্লায় ধানের শীষে ভোট চেয়ে গণসংযোগ করলেন ২০১৮ সালে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের মহাসচিব জাকির হোসেন।

গতকাল শুক্রবার বিকালে তিনি এ গণসংযোগ করেন। এসময় তিনি বলেন, দীর্ঘ ১৭ বছর পতিত সেখ হাসিনা মানুষের ভোটের অধিকার হরণ করেছিল। ছাত্র জনতা ও গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশের জণগণ ভোট দেয়ার জন্যে মুখিয়ে আছে। বিএনপির ৩১ দফা তুলে ধরে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য জাকির হোসেন আরো বলেন, সুখি সমৃদ্ধ মেহেরপুর গড়তে সাধারন মানুষ ধানের শীষে ভোট দিবেন ইনশাআল্লাহ।

তিনি বলেন, জনগণের সমর্থনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ দল সরকার গঠন করবে এবং সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী হবেন জননেতা তারেক রহমান। দল যার হাতে ধানের শীষ তুলে দিবে জনগণ তাকেই ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন।

কর্মমুখী মেহেরপুর গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জাকির হোসেন বলেন, মেহেরপুর একটি অনুন্নত জনপদ। মেহেরপুরের উন্নয়ন করতে হলে বেকারত্ব দূর করতে হবে।

একই দিন সন্ধ্যার পরে তিনি মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামেও গণসংযোগ করেন।

গাংনীতে সার বিতরণ নিয়ে বিএনপি নেতা আখেরুজ্জামানের সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের গাড়াডোব গ্রামে সরকারি সার বিতরণে একটি পক্ষ প্রকৃত ঘটনা আড়াল করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মানক্ষুন্নের চেষ্টা করছে দাবি করে জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক ও ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান সংবাদ সম্মেলন করেন।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে গাড়াডোব গ্রামে তার নিজ কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি লিখিত বক্তব্য বলেন, আমার বিরুদ্ধে যে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে তা বিভ্রান্তিকর। এতে মূল ঘটনা গোপন রেখে আমাকে রাজনৈতিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাস্তবে আমি একজন ভুক্তভোগী। গাড়াডোব একটি কৃষিপ্রধান গ্রাম। এ মাসে সরকারিভাবে বিসিআইসি ডিলার ও সাব-ডিলারের মাধ্যমে দুই উৎস থেকে মোট ৩৬ বস্তা সার পাওয়া যায়। এছাড়াও বিএডিসি ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত সারগুলো একত্র করে, কৃষকদের প্রয়োজন ও জমির প্রস্তুতির ভিত্তিতে ধাপে ধাপে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, যাদের আগে প্রয়োজন তাদের আগে ও যাদের পরে প্রয়োজন তাদের পরে সার দেওয়া হচ্ছে। এটি কোনো একক সিদ্ধান্ত নয়— কৃষি অফিস, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ও কৃষকদের পরামর্শে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অতীতে এ নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। তাই এ মাসে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও প্রকৃত কৃষকদের

প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে সবাই মিলে এ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। তবু কিছু মহল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংবাদটি বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে। এতে এলাকাবাসী বিভ্রান্ত হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন, সাবেক প্রধান শিক্ষক আজিজুল হক, স্থানীয় কৃষক আবুল হোসেন, আবিদুল হক, আব্দুস সালাম, ফরিদুল ইসলামসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

সাবেক চেয়ারম্যানসহ আওয়ামী লীগের চার নেতার আদালতে আত্মসমর্পণ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন , আওয়ামী সেচ্ছাসেবক লীগের জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি রানা হামিদসহ আওয়ামী লীগের নেতারা আদালতে আত্মসমর্পণ করেছেন।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১১টায় ঝিনাইদহ সদর, হরিণাকুণ্ডু ও কালীগঞ্জ আমলী আদালতে তাঁরা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেন। আদালত তাদের জেল হাজতে প্রেরনের আদেশ দেন।

তাদের বিরুদ্ধে ৪ আগষ্ট ২০২৪ সালে বিএনপি কার্যালয়, জেলা বিএনপি’র সভাপতির বাড়ি পোড়ান, বিএনপি নেতার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাড়ি ভাংচুর অগ্নিসংযোগ ও জামায়াত নেতা হত্যাসহ একাধিক মামলা রয়েছে।

আত্মসমর্পণকারী নেতারা হলেন, হরিণাকুণ্ডু উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান , জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক উপ-দপ্তর সম্পাদক ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসাইন, ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও সম্পাদক রানা হামিদ, রঘুনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা রাকিবুল হাসান রাসেল ও

কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা রাসেদ সমশের।